পাঠক ফোরাম

প্রয়োজন পরিবর্তন

সারা বছর ধরে সারা দেশ জুড়ে চলছে বিভিন্ন সহিংস ঘটনা, সন্ত্রাসী তৎপরতা। সরকার পরিবর্তনেও এর কোনো পরিবর্তন ঘটছে না। অস্থিরতা বিরাজ করছে পূর্বের মতোই। আসলে কেবল সরকার বা রাজনৈতিক দলগুলোকে অভিযুক্ত করে এ অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। এজন্য প্রয়োজন সামগ্রিক মানসিকতার পরিবর্তন, চাই মানুষের মধ্যে মানবিকতা। আমাদের বিবেককে জাগ্রত করতে হবে। নৈতিকতার স্তরকে উন্নীত করতে হবে। বুঝতে হবে, মানুষ মানুষের জন্য। তা না হলে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে না।

শওকত আলী
জিগাতলা, ঢাকা

গ্যাস রপ্তানি

ইদানীং গ্যাস রপ্তানি নিয়ে নানান কথা উঠছে। কেউ কেউ বলছে গ্যাস রপ্তানি করলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আসবে। দেশ আর দরিদ্র থাকবে না। গ্যাস রপ্তানি করলে আয় হবে বাজেটের দুই-তৃতীয়াংশ। মার্কিন একটি কোম্পানির হিসাবে গ্যাস রপ্তানিতে বছরে ১ হাজার কোটি টাকা আয় হবে। এদিকে বিরোধীরা বলছে ৫০ বছরের মজুদ রেখে গ্যাস রপ্তানির কথা ভাবা যেতে পারে। সরকারি দলের অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ৩৫ বছরের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে গ্যাস রপ্তানি করা যেতে পারে। বোঝা যাচ্ছে উভয় দলই দেশের চাহিদা মেটাতে চায়। এজন্য প্রথমে কি পরিমাণ গ্যাস আছে এবং কত বছর দেশের চাহিদা মেটানো যেতে পারে সে সম্পর্কে সার্বিক তথ্য জানাতে হবে। এজন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অর্থমন্ত্রীর কথা ধরে বলতে চাই, কোনো সম্পদ ব্যবহার করা না হলে সেটা আর সম্পদ নয়। তাই গ্যাসের সঠিক ব্যবহার চাই। গ্যাস আমাদের অমূল্য সম্পদ। দেশ ও জনগণের কল্যাণে এই সম্পদ ব্যবহার করা হোক এটাই আমাদের কাম্য।

শিল্পী, পপুলার হাউজিং, বড়বাগ, মিরপুর, ঢাকা

মৃত্যু নয় প্রতিবাদ

সিমি, আমি মর্মাহত, ব্যথিত তোমার অকাল মৃত্যুতে। আমি শঙ্কিত, উৎকণ্ঠিত তোমার মতো হাজারো সিমিদের কথা ভেবে। আমি লজ্জিত, প্রচন্ডভাবে লজ্জিত এই ভেবে যে, আমারই মতো কোনো পুরুষের নিষ্ঠুর জ্বালাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তোমাকে পৃথিবীর ঠিকানা বদলে পরপারের ঠিকানা খুঁজে নিতে হয়েছে। তুমি নীরবে, অথচ কি নিষ্ঠুর প্রতিবাদের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়ে গেলে, আমাদের এই নোংরা নষ্ট সমাজে তোমার মতো, তোমাদের মতো হাজারো সিমিদের অব্যক্ত যন্ত্রণার কথা। জানি না যে নীরব সন্ত্রাস তোমাকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দিলো, তা আদৌ কি এদেশ থেকে দূর হবে কিনা? আমি এও জানি না, তোমার এই নীরব, নিষ্ঠুর প্রতিবাদ দোয়েল, খলিল, মোফাজ্জল, রিপন, পুলিশ অফিসার বাসারদের মতো বীর পুরুষদের, কিংবা দেশের নীতি-নির্ধারকদের কিংবা আমাদের এই ঘুণে ধরা সমাজকে কতোটা নাড়া দেবে? জাতির বিবেকের কাছে আজ একটি প্রশ্ন, সিমির এই আত্মত্যাগ কি নিছক একটি আত্মহত্যা হিসাবে স্বীকৃতি পাবে, নাকি এখান থেকেই শুরু হবে প্রতিবাদ– সেইসব পুরুষদের বিরুদ্ধে, যাদের কারণে হাজারো সিমিকে খুঁজে নিতে হয় অসীম পরপারের ঠিকানা।

ম. এ. কবির অনু, নারিসা পূর্বচর, দোহার, ঢাকা

নতুন বছর

নতুন বছরে পদার্পণ করে আশা করবো যেন গত বছরের হত্যা ও ধর্ষণের বিভীষিকা থেকে আমরা মুক্তি পাই। সর্বোপরি সন্ত্রাসের হাত থেকে যেন পরিত্রাণ পাই। গত বছরের ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ৩৪১২ জন এবং ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৫৫৯ জন। এই পরিসংখ্যানই বলে দেয় কি পরিমাণে সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটেছিল দেশে। আইন-শৃঙ্খলাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে সন্ত্রাসীরা তাদের কর্মকান্ড চালিয়ে গেছে অবাধে। আমরা আশা করবো, নতুন বছরের শুরু থেকে দেশে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটবে এবং সন্ত্রাস বন্ধ হবে। সাধারণ মানুষ যেন তাদের জীবনের স্বাভাবিক নিরাপত্তা পেতে পারে এবং শান্তিতে থাকতে পারে সামনের দিনগুলোতে। নতুন বছরের এই প্রত্যাশা যেন সরকার পূরণে সক্ষম হয় সেই কামনা আমাদের সবার।

মোঃ সাব্বির ভুঁইয়া
পর্যটন মোটেল, রাজশাহী

সুমন-পিন্টু

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানী প্রতিবেদনেই বেরিয়ে এসেছে সুমন-পিন্টুদের প্রকৃত চেহারা। ২০০০ তুলে এনেছে হোম ভিডিও সংস্কৃতির নির্মম শিকার হবার অকথিত কাহিনী। সুমন-পিন্টুদের মতো আরো অনেকেই হয়তো আছে এ সমাজে। মেয়েরা সাবধান। আমাদের রুচি, নৈতিকতার অবক্ষয় কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে আমরা তা একবার ভেবেছি কি?

খালিদ
xcongo@freeze.com

মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যায়ন!

বাংলাদেশের সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের মধ্যে অন্যতম একজন নূর মোহাম্মদ। তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। স্বাধীন বাংলাদেশে সম্ভবত আজ পর্যন্ত কখনো দেখা যায়নি বীরশ্রেষ্ঠদের নামে কোনো প্রতিষ্ঠান হতে। তাই তো বরাবরের মতো তারা থাকে উপেক্ষিত। তাদের নিয়ে চলে রাজনীতি। সম্প্রতি একটি পত্রিকার খবরানুযায়ী নড়াইল জেলায় কিছু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদের নামে তার গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। দু'বছর না যেতেই শুনতে পেলাম স্কুলটি এমপিওভুক্ত করার জন্য উক্ত স্কুলের পরিচালনা কমিটির কিছু সদস্য স্কুলের নাম পাল্টে ফেলেন। এরকম খবরটি জানতে পেরে আমরা সত্যিই বিস্মিত, হতবাক হয়েছি। যারা নিজের জীবনের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশকে গড়তে বিন্দুমাত্র অনীহা দেখায়নি তাদের নামে কি একটি স্কুল এমপিওভুক্ত হতে পারে না? স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্যরা সম্ভবত চান না বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদের নাম বাংলার মাটিতে জাগ্রত থাকুক। মুক্তিযোদ্ধারা যদি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হয়ে থাকে, তাহলে আমরা আশা করবো, বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদের নামে যে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটির নাম পুনর্বহাল রাখার জন্য দৃষ্টি দেবেন।

ইকবাল পাশা, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ

সাম্প্রদায়িকতা

গত ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকা সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রমণের পর থেকে আমেরিকানরা বিশেষ করে মুসলমানদেরকে অন্য রকমভাবে দেখেন। এখানে আমার অনেক পরিচিত যারা বাংলাদেশ থেকে ইমিগ্রান্ট হয়ে এসেছে, তাদের সবার একই অভিযোগ আমেরিকানদের ওপর যে, যখনই তারা জানতে পারে আমরা মুসলমান তখনই আমাদের দিকে একটু অন্য রকমভাবে তাকায়। এতে আমাদের সবার মনেই কষ্ট হয়। শুনেছি বাংলাদেশেও যখন একজন হিন্দুলোকের পরিচয় জানতে পারে তখন অনেকেই একটু অন্যভাবে তাকায়। একবার ভেবে দেখবেন আমরা কি এদিকে আমেরিকানদের চেয়ে বেশি পিছিয়ে আছি!

Bikash Sutradhar
Alan Drive, Baltimore, U.S.A

পুলিশের মোবাইল...

সাপ্তাহিক ২০০০-এ পুলিশের মোবাইল ব্যবহার বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পরপরই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুলিশের নিম্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মোবাইল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। অভিযোগ রয়েছে, অনেক সময় পুলিশ কর্মচারীদের অসাধুতার কারণে অনেক সন্ত্রাসী অপরাধী ছাড়া পেয়ে যায়। মোবাইলের মাধ্যমে অপরাধী ও অসাধু পুলিশ যোগাযোগ থাকার কারণে এবং বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশের মোবাইল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, প্রকৃত অর্থে এখনও পুলিশের মোবাইল কার্যত নিষিদ্ধ হয়নি। এখন পুলিশের বোমাইল ব্যবহার করছেন তবে তা গোপনে। অনেক পুলিশকেই দেখা গেছে

টোকাই

অনিয়মিতভাবে। পুলিশের মোবাইল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা কি তবে কার্যকারিতার অভাবেই থেকে যাবে।

সামস্ নূর
দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

বিচার চাই

লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগে অর্জিত হয়েছে আমাদের এই স্বাধীনতা। আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। অথচ স্বাধীনতার ৩০ বছর পরেও আমরা স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ শক্তিতে বিভক্ত। আমরা স্বাধীন দেশে বাস করেও '৭১-এর ঘাতকদের বিচারে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছি। আজকে ইহুদিরা ধরে ধরে বিচার করছে নাজি যুদ্ধাপরাধীদের, বিচার হচ্ছে বলকান যুদ্ধাপরাধীদের, অথচ আমরা কিছুই করতে পারছি না। আগামী প্রজন্ম এ ব্যর্থতার জন্য আমাদের কিছুতেই ক্ষমা করবে না। আসুন পাঠকগণ আমরা আমাদের ভাইয়ের হত্যাকারীদের, বাবার হত্যাকারীদের বিচারে সোচ্চার হই।

মাহবুব
কলেজ, জাহানাবাদ, খুলনা

সরকারদলীয় সন্ত্রাস

২৭ ডিসেম্বর দেশের প্রতিটি দৈনিকের পাতায় দেখতে পেলাম এমপি নাসিরউদ্দিন পিন্টুর ক্ষমতা অপব্যবহার করে টেন্ডার ছিনতাইয়ের ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে ডিটেনশনে নিতেও বলেছেন। এখন যদি সরকার এর যথাযথ বিচার করে তাহলে জনগণ সরকারের প্রতি আরও আস্থা ফিরে পাবে বলে মনে হয়। আর যদি এটা পত্র-পত্রিকার পাতায়ই সীমাবদ্ধ থাকে, উপযুক্ত শাস্তি না হয় তাহলে জনগণ এর জবাব একদিন ঠিকই দেবে। বিএনপি'র অতীত থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত, আওয়ামী লীগ শাসনামলেও এমন ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু তার যথাযথ বিচার হয়নি বলেই জনগণ তাদের ভোটের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেছে।

মাহাবুব হোসেন
তালেপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

কথা রাখুন...

আপনি ক্ষমতায় থাকাকালীন জনগণের নিরাপত্তা না দিতে পারলেও আপনার আজীবন নিরাপত্তা ঠিকই আদায় করে নিয়েছিলেন এবং এটাই আপনার ক্ষমতায় থাকাকালীন সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। কেননা আপনার আজীবন নিরাপত্তা আইন করে এটাই প্রমাণ করেছেন সাধারণ জনগণ কতটা নিরাপত্তাহীনতায় কাটিয়েছে বিগত পাঁচ বছর। কথা প্রসঙ্গে আপনি প্রায়ই বলে থাকেন দেশের কল্যাণের জন্য রাজপথেই রক্ত দেবেন। মৃত্যুকে মোটেও পরোয়া করেন না আপনি। সব জেনেই তো রাজনীতিতে এসেছেন। তবে কেন এত মৃত্যুভয়? আজীবন নিরাপত্তা আইন বাতিলে কেন আপনি আতঙ্কিত? সেজন্য কেনইবা হরতাল? কেনইবা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আর হরতাল করবেন না? আপনি যদি জননেত্রী হয়ে থাকেন জনগণই আপনাকে রক্ষা করবে। তবে প্রমাণ করতে হবে আপনি জননেত্রী। আপনি দীর্ঘজীবী হোন। অনুরোধ, দূর করুন দাম্ভিকতা এবং সংযত করুন জিহ্বা। যা আপনার জন্য শুধু জরুরি নয়, খুবই জরুরি।

আদিব মাহমুদ
মিরপুর রোড, ঢাকা

শীতবস্ত্র

বাংলাদেশে ডিসেম্বর, জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অর্থাৎ পৌষ ও মাঘ মাসে শীত থাকে। পশ্চিমা দেশ কানাডা আমেরিকার মতো শীত নেই মোটেই। সেখানে বরফ ও ঠান্ডায় মানুষ একেবারে মুড়ে থাকে। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে শীত, কুয়াশা ও শিশিরের তীব্রতা বেশি অনুভূত হয়। আমাদের দেশে আমদানিকৃত পুরনো কাপড় ও শীতবস্ত্র ইতিমধ্যে দেশের সব বাজারে চলে গেছে এবং বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে দরিদ্র হতে মধ্যবিত্ত পর্যন্ত বহু লোক রাস্তার পাশের পুরনো বস্ত্র ও ঢাকার বঙ্গবাজার থেকে নতুন ও পুরনো বস্ত্র কম দামে ক্রয় করে শীত নিবারণ করে। তবে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই বস্ত্রের একটি বড় অংশ প্রতি বছর সীমান্ত পার হয়ে প্রতিবেশী দেশে চলে যায়। আমরা আশা করবো, জেলা প্রশাসক, বিশেষ করে সীমান্ত প্রহরী বিডিআর এবং জেলার পুলিশ বিভাগ এদেশের পুরনো ও নতুন শীতবস্ত্র যাতে সীমান্তের ওপারে পাচার হতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন।

সৈয়দ সাইফুল করিম
মিরপুর, ঢাকা

অশান্ত বিশ্ব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ কিছুদিন পূর্বে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান ও বুশের আহ্বানের প্রতি ঐকমত্য পোষণ করেন। বুশ ফিলিস্তিনিদের আবাসভূমির প্রতি সমর্থন প্রকাশ করায় এটা আরব বিশ্বে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছিলো। কিন্তু গত কয়েক দিনের সন্ত্রাসী হামলায় আলোচনা ও সমঝোতার সুবাতাস বন্ধ হয়ে গেলো। বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস দমনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও পশ্চিমা দেশগুলো ঐক্যবদ্ধ তৎপরতা দেখাচ্ছে। কেবল আফগানিস্তানে অভিযান চালিয়ে কিংবা লাদেনকে জীবিত বা মৃত ধরে সন্ত্রাস দমন করা সম্ভব হবে না, সন্ত্রাস দমন করতে হলে ফিলিস্তিন সমস্যার অবশ্যই সমাধান করতে হবে। শুধু সহানুভূতি, মন্তব্য প্রকাশের মধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করলে হবে না। স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে বাস্তবায়নের জন্য মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ গ্রহণের মধ্যে সুবাতাস বইতে পারে। কিন্তু সন্ত্রাসী হামলা করে শান্তি প্রতিষ্ঠার অগ্রগতি কখনোই সম্ভব নয়। মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ বোমাবর্ষণে ভারী হয়ে উঠলেও অনতিবিলম্বে স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঐ স্থানে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে, বিশ্ববাসী তাই আশা করে।

ডাড়লী, মিরপুর, ঢাকা

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

পলিথিন

অনেক দেরিতে হলেও কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছেন পলিথিন ব্যাগ পরিবেশের জন্য কতটা মারাত্মক ক্ষতিকর। আমরা আশপাশের নালা, খাল, ড্রেন পর্যবেক্ষণ করলে পলিথিনের অপকারিতা লক্ষ্য করতে পারি। এখন দেখার বিষয় আদতে পলিথিনের উৎপাদন বন্ধ হয় কিনা। ইতিমধ্যে পলিথিন বন্ধের ব্যাপক প্রচারণাও শুরু হয়ে গেছে। আমরা এই প্রচারণার সফলতা কামনা করি, সেই সঙ্গে অনুরোধ, আমাদের দেশে যত্রতত্র যে পলিথিন ছড়িয়ে আছে এগুলো সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে একেবারে নিঃশেষ করলে পরিবেশের মঙ্গল হবে। কেননা এই পলিথিন পচতে চারশ' বছর সময় লাগে। যা মাটির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ভেবে দেখবেন কি?

বিবেক
ময়মনসিংহ